দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...14 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৪...

উচ্চশিক্ষা ■ আবদুল মান্নান

বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিয়ে কেন এত প্রশ্ন

লন্ডন হতে প্রকাশিত দি টাইমস হাইয়ার এডুকেশন (টিএইচ) (The Times Higher Education) তাদের একটি নিয়মিত জরিপে এশিয়ার একশ'টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এই জরিপের ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে দেখা গেছে বাংলাদেশের একশ' একুশটির (চট্টগ্রামে অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইম্যানসহ) কোনটিই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য এই একশ' একুশটি হতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিতে হবে কারণ এটির কর্মকাণ্ড এখনো শুরু হয়নি। বাকিগুলোর মধ্যে তিরাশিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর বাকিগুলো সরকারি। গাজীপুরে ওআইসি পরিচালিত যে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে তা এই গুণতির মধ্য হতে বাদ দিতে হবে কারণ ওটি বাংলাদেশে স্থাপিত হলেও তার পরিচালনার জন্য একটি পৃথক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো আছে যা ওআইসি দ্বারা প্রণয়নকৃত। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইম্যানের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। একশ'টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ২১ টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শীর্ষ স্থান দখল করে রেখেছে চীন। পরের স্থানটি জাপানের যার ১৯টি বিশ্বদ্যিালয়ের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। যে দেশটির উচ্চ শিক্ষার ইতিহাস খুব বেশি পুরানো নয় সেই সৌদি আরবের ২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের সাথে কপাল পুড়েছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবের বাইরে একমাত্র তুরস্ক এই তালিকায় ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাল অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ হতে প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় না থাকাতে অনেক অভিভাবক নিশ্চয় হতাশ হবেন।

জরিপে মোট তেরটি সূচক ব্যবহৃত হয়েছে যা পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে (১) শিক্ষাদানের পরিবেশ, (২) গবেষণা (সংখ্যা, গবেষণা হতে আয় ও সুনাম), (৩) অন্য গবেষকদের দ্বারা গবেষকের গবেষণা কর্ম হতে উদ্ধৃতি (৪) আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি (শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষণা) ও (৫) গবেষণার ফলাফল হতে শিল্পের (ইন্ডাস্ট্রি) উপকার বা আয়। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া হয় না অথবা যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত গড়ে বছরে ২০০ গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়নি সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জরিপ হতে বাদ দেয়া হয়েছে। জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ হয়েছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট হতে। এই পাঁচটি সূচকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অদূর ভবিষ্যতে একশ' সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। না আসার অন্যতম কারণ বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট মারাত্মক ভাবে দুর্বল অথবা অনেকগুলোর কোন ওয়েবসাইটই নেই। যে গুলোর আছে সেগুলো নিয়মিত তথ্য উপাত্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয় না। বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, গবেষণাটা এখানে গৌণ। গবেষণা যা হয় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পদোন্নয়নের জন্য। পদোন্নয়ন হয়ে গেলে তারপর শিক্ষকরা গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করাটার প্রতি তেমন একটা নজর দেন না। আর যে সব গবেষণা হয় তা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় কিছু আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ থাকে তা অপ্রতুল। বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলো অত্যন্ত সেকেলে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চল বাতিল হয়েছে কয়েক দশক আগে। যে সকল গবেষণাকর্ম বাংলাদেশে হয় তা শিল্পে বা ইন্ডাস্ট্রিতে কদাচিৎ কাজে লাগে। কিছু ব্যতিক্রম বাংলাদেশ কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের গবেষকদের সাথে বহির্বিশ্বের গবেষকদের তেমন একটা যোগাযোগ হয় না বললেই চলে। সম্প্রতি লন্ডন ভিত্তিক ইকোনমিক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বৃটিশ কাউন্সিলের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষতা ও চাহিদার উপর একটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে। এটি New Horizons-From Awareness to Action: Higher Education and Skills in South Asia শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা গেছে ২০১৩ সালে বাংলাদেশের গবেষকরা মাত্র ১,৫৬৬ জন বিদেশি গবেষকদের সাথে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করেছেন। সেখানে ভারতের সংখ্যা ১৭,৪৮৪ এবং পাকিস্তানের ৪,২৭৮টি। আমাদের নিচে আছে শ্রীলঙ্কা আর নেপাল।

শুরুটা করতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। এটি সম্ভব ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। একজন শিক্ষককে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে তার গবেষণাকর্মে অর্থায়ন অপরিহার্য

টিএইচ'র জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই দেশের মিডিয়া স্বাভাবিক ভাবে তা বেশ ফলাও করে প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশের এই অবস্থাকে বেশ সমালোচনা করে। এই ধরনের জরিপের কথা যদি বাদও দেই বলাবাহুল্য বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে এবং তা যৌক্তিক ভাবেই করা হয়। গত দু'দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যাপ্তি বেড়েছে ঈর্ষণীয় ভাবে তবে মানের প্রশ্নে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তার কারণ বহুবিধ। এক সময় মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই পেশায় আসতে আগ্রহী হতো যা বর্তমানে তেমন একটা দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ বেতন ভাতা আর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা। একই অবস্থা পাবলিক সার্ভিস বা জনপ্রশাসনে। একটি সময় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একজন ভাল শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ছিল হয় সে পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হবে অথবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করবে। বর্তমানে তেমনটি আর দেখা যায় না। যারা পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষা দিতে আসে তাদের বিদ্যা ও জ্ঞানের মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে না আছে ভাল শিক্ষার পরিবেশ না আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভাল শিক্ষক। একজন শিক্ষক যদি না শেখায় একজন শিক্ষার্থীর শেখাটা সহজ হয় না। শিক্ষক উন্নতমানের হলে তাঁর ছাত্ররাও উন্নতমানের হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে শিক্ষককে শুধু ভাল হলেই হবে না তাঁকে তাঁর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতে দেখা যায় না। একজন শিক্ষকের বড় চ্যালেঞ্জ তাঁর ছাত্রদের আজীবন জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। সেটি বাংলাদেশে কদাচিৎ হতে দেখা যায়। এক সময় সব স্কুল-কলেজে পাঠাগার ছিল বর্তমানে ক'টি স্কুল কলেজে পাঠাগার আছে? এর ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠছে না। মোবাইল ফোন টেপাটিপির মধ্যে তার নিজের সময়টা পার করে, পাঠাগারে নয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বড় হচ্ছে তাতে ভাল মানের শিক্ষক অথবা গবেষক হওয়া কঠিন। এই ব্যাপারে সরকারের চেষ্টার ঘাটতি না থাকলেও সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের উন্নতমানের শিক্ষক বা গবেষক হওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আঞ্চলিকমানেরও হতে পারছে না তার আর একটি বড় কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা না থাকা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে গুরুত্ব না দিয়ে সিলেকশন বোর্ডের সদস্যাদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, রাজনৈতিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশের , বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বেশ ক'টি ভাল বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বেশির ভাগই এখনো সঠিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারেনি। পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ তাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তফাৎ বুঝেন না। সে দিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য আমাকে ফোনে জানালেন তিনি বোর্ড সদস্যাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল হতে কোন অর্থ গ্রহণের আইনগত অনুমোদন না থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে ঘটছে। বোর্ড সদস্যরা শিক্ষকদের বা উপাচার্যকে একজন কর্মচারী মনে করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন শিক্ষক ছয়টি পর্যন্ত কোর্স পড়াতে বাধ্য থাকেন। সেই শিক্ষক হতে গবেষণা আশা করা সমীচীন নয়। কোন শিক্ষক গবেষণা করতে চাইলে তাকে কোন ধরনের সহায়তা করা হয় না। তবে উল্টো চিত্রও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচি বা কারিকুলাম কোন মতেই যুগোপযোগী নয়। এই ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন কোন বিভাগ আধুনিক বিশ্বের সাথে সম্পর্ক হীন। এতে প্রতিযোগিতায় তারা দেশে ও দেশের বাইরে মারাত্মক ভাবে পিছিয়ে পড়ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ বহু পুরানো। সেটি হচ্ছে অনেক শিক্ষক আছেন যারা নিয়মিত ক্লাসে আসেন না। শিক্ষক লাউঞ্জে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন একজন শিক্ষক আড্ডায় ব্যস্ত তখন শিক্ষার্থীরা ক্লাস রুমে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। এই সব পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন র‍্যাংকিং-এ থাকার সম্ভাবনা নেই।

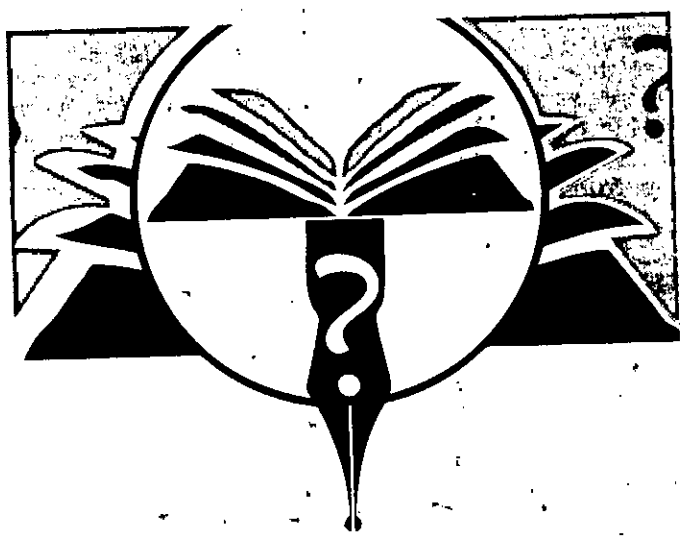

শুরুটা করতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। এটি সম্ভব ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। একজন শিক্ষককে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে তার গবেষণাকর্মে অর্থায়ন অপরিহার্য। এটি করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। একজন ভাল গবেষককে গবেষণাকর্মের জন্য উৎসাহিত করতে হলে তার জন্য চাই প্রণোদনা প্যাকেজ। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশের সেরা গবেষকদের স্বীকৃতি দেয়ার একটা ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমন উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ভাল পরিবেশ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা না পেলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসবেন না। এটি সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখতে হবে। সরকার শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ দেয় তার ২ ভাগের কম উচ্চ শিক্ষার ভাগে পড়ে। শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি স্বীকার করেছেন বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ তা বিশ্বেও সর্বনিম্ন। এই বরাদ্দ অন্তত আরো দু'গুণ করার এখনই সময়। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাল সম্ভাবনা আছে। তার যা বদনাম তার জন্য মূলত দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তার। র‍্যাংকিং-এ স্থান পাওয়ার জন্য নয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে নিজেদের স্বার্থে, জাতির কল্যাণে। তা করা কঠিন কোন কাজ নয়। প্রয়োজন সময়মতো সঠিক উদ্যোগের। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, তবে আমাদের আছে অফুরন্ত জনসম্পদ। এই সম্পদকে সঠিক ভাবে পরিচর্যা করতে পারলে বাংলাদেশকে আর পিছনে ফিরে থাকতে হবে না।

■ লেখক : শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষক